গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।
(www.food.sadar.faridpur.gov.bd)

অভ্যন্তরীণ আমান সংগ্রহ/২০২৪-২৫ বিষয়ে অনুষ্ঠিত **"উপজেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি"**এর সভার কার্যবিবরণী-

সভাপতি : **আবুল কালাম মোঃ লুৎফর রহমান**
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
সভার তারিখ : ১৯/১১/২০২৪ খ্রি. রোজ-মঙ্গলবার
সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা
সভার স্থান : উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ : সংযুক্ত পরিশিষ্ট "ক"।

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার সদস্য সচিব ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ফরিদপুর সদর সভাকে জানান, কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রদান ও ধান চাষে উৎসাহিত করা এবং সরকারী মজুত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার চলতি মৌসুমে সারা দেশে ধান ও চাল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এতদবিষয়ে তিনি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ও খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা ও অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা'২০১৭ বিস্তারিত পাঠ করে শোনান। তিনি আরও জানান, ফরিদপুর সদর উপজেলার অনুকূলে চলতি মৌসুমে ১১০৩.০০০ মে: টন ধান, ২২০৩.০০০ মে: টন সিদ্ধ চাল ও ৬৮৯.০০০ মে. টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গেছে। ধান ও চাল সংগ্রহ ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ থেকে শুরু হয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। এ বছর ধানের সংগ্রহ মূল্য প্রতি কেজি ৩৩/- টাকা এবং চালের সংগ্রহ মূল্য প্রতি কেজি সিদ্ধ ৪৭/- ও আতপ ৪৬/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান ধান সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে অ্যাপস এর মাধ্যমে এবং চাল চুক্তিযোগ্য ০৩ (তিন)টি মিল (ক) মেসার্স লাল অটো রাইস মিল (খ) মেসার্স বর্ষা অটো রাইস মিল (গ) মেসার্স আকাশ অটো রাইস মিল থেকে সংগ্রহ করা হবে।

এছাড়া তিনি নীতিমালার আলোকে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্যের (ধান ও চাল) বিনির্দেশ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। যা নিম্নরূপ:

সংগ্রহ **নীতিমালা,২০১৭ অনুযায়ী** চালের বিনির্দেশ (সিদ্ধ ও আতপ চাল) :

বিনির্দেশ	সিদ্ধ চাল (সর্বোচ্চ)	আতপ চাল (সর্বোচ্চ)	বিনির্দেশ	সিদ্ধ চাল (সর্বোচ্চ)	আতপ চাল (সর্বোচ্চ)
১. আদ্রতা	১৪%	১৪%	৮. ধান প্রতি কেজিতে	১টি	২টি
২. বড় ভাঙ্গা দানা	৬%	৮%	৯. বিজাতীয় পদার্থ	০.৩%	০৩%
৩. ছোট ভাঙ্গা দানা	২%	৫%	১০.খড়িময় দানা	০০	১%
৪. ভিন্ন জাতের ধানের মিশ্রন	৮%	৮%	১১. অর্ধ সিদ্ধ দানা	১%	০০
৫. বিনষ্ট দানা	০.৫%	১% (৩টি একত্রে)	১২. ছাঁটাই উত্তম	উত্তম	উত্তম
৬. মরা দানা	০.৫%				
৭. বিবর্ণ দানা	০.৫%				

ধানের বিনির্দেশ:

বিনির্দেশ	সর্বোচ্চ	বিনির্দেশ	সর্বোচ্চ
১. আদ্রতা	১৪%	৪.অপুষ্ট ও বিনষ্ট দানা	২%
২. বিজাতীয় পদার্থ	০.৫%	৫. চিটা	০.৫%
৩. ভিন্ন জাতের ধানের মিশ্রন	৮%		

* পণ্যের গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ স্বাভাবিক হতে হবে।
* নির্ধারিত সংগ্রহ মৌসুমে কেবল স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ধান ও চাল সংগ্রহ করতে হবে।

সভায় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর ও কমিটির অন্যান্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দ একযোগে মত প্রকাশ করেন যে, দ্রুত সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করা হলে ধান ও চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিষয়ে সকলেই আশাবাদী। তা না হলে বাজার দর বৃদ্ধি হলে সংগ্রহ কার্যক্রম সফল না হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাঁরা আরো উল্লেখ করেন যে, আমাদের দেশের কৃষকগণ আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তির বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকায় শুধুমাত্র **"কৃষকের অ্যাপ"** এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হলে সংগ্রহ কার্যক্রমে স্থবিরতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে সংগ্রহ সফল হওয়ার সম্ভবনা না থাকলে বা কৃষকের আগ্রহ কম থাকলে কৃষক তালিকা অনুযায়ী সরাসরি **"আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে"** খাদ্যশস্য ক্রয় করে সংগ্রহ অভিযান সফল করা যেতে পারে।

সভায় সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

১। উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপজেলার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দ্রুত খাদ্যশস্য সংগ্রহ শুরু করতে হবে;

২। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা,২০১৭ এর ৯ এর (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্রয়কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনলাইনে আবেদনকারী কৃষকগণের নিকট থেকে **"কৃষকের অ্যাপ"** এর মাধ্যমে ধান ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করবেন;

চলমান পাতা-২

৩। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা,২০১৭ এর ১৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা সংগৃহীত খাদ্যশস্যের মজুদ ও মান পরীক্ষা করে দ্রুততার সাথে কৃষকের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। এ ক্ষেত্রে ওজন, মান ও মজুত সনদে(WQSC) অবশ্যই কৃষকের ব্যাংক হিসাব নম্বর উল্লেখ করতে হবে;

৪। সংগ্রহ অভিযান সফল করে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে এবং নীতিমালায় বর্ণিত বিনির্দেশ মানের খাদ্যশস্য সংগ্রহ নিশ্চিত করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। বিনির্দেশ বহির্ভূত খাদ্যশস্য কোন ক্রমেই ক্রয় করা যাবে না;

৫। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা,২০১৭ এর ১৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্রয়কারী কর্মকর্তা ক্রয়কেন্দ্রে সর্বসাধারণের দৃশ্যমান জায়গায় ২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১.৫ মিটার প্রস্থের হলুদ বোর্ডে লাল অক্ষরে প্লাষ্টিক রং দিয়ে মৌসুমে ঘোষিত খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ এবং সংগ্রহ মূল্য লেখা সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে রাখবেন;

৬। উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি উপজেলার কৃষকদের নিয়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহের বিনির্দেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা করাসহ লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং এর মাধ্যমে সর্বাধিক প্রচারের ব্যবস্থা করবেন, অনলাইনে কৃষক নিবন্ধন ও আবেদনের জন্য প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সম্মানিত কৃষকগণকে অবহিত করণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, এ বিষয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে সহযোগীতা প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া কৃষক যাতে হয়রানির শিকার না হয় সেজন্য উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি প্রতিটি ইউনিয়নে মনিটরিং জোরদার করবেন;

৭। আসন্ন অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ,২০২৪-২৫ মৌসুমে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রচলিত বিধি ও নীতিমালা অনুযায়ী উপজেলার বৈধ লাইসেন্সধারী (চুক্তিবদ্ধ) চালকল মালিকদের নিকট থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে এ্যাপের মাধ্যমে বিনির্দেশ মানের চাল ক্রয় করতে হবে;

৮। **"কৃষকের অ্যাপ"** এর মাধ্যমে সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দিলে বা ত্বরান্বিত না হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে "কৃষকের অ্যাপ" এর পাশাপাশি উপজেলা কৃষি অফিস কর্তৃক প্রণীত কৃষক তালিকায় বর্ণিত কৃষকদের কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড/জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে সনাক্ত করে প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে ধান সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে;

৯। উপজেলার সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা না থাকলে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতিকে অবহিত করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ফরিদপুর মহোদয় বরাবর সমর্পন করবেন এবং অতিরিক্ত চাহিদা থাকলে অনুরূপভাবে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ফরিদপুর মহোদয় বরাবর চাহিদাপত্র প্রদান করবেন।

সভায় অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১৯/১১/২০২৪

(অবুল কালাম মোঃ লুৎফর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।

স্মারক নং ১৩.০১.২৯৪৭.০০৫.৪৫.০০১.২৩-৭২০/(১২) তারিখ ঃ ১৯/১১/২০২৪ খ্রি.

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর।
৪। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ফরিদপুর।
৫। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর।
৬। উপজেলা কৃষি অফিসার, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।
৭। উপ-মহা ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখা, ফরিদপুর।
৮। সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা, অম্বিকাপুর এল এস ডি-১, ফরিদপুর।
৯। উপজেলা..... কর্মকর্তা, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।
১০। সভাপতি, উপজেলা চালকল মালিক সমিতি ও সদস্য, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।
১১। জনাব.....।
১২। অফিস কপি।

১৯/১১/২০২৪

(মোহাম্মদ আফজাল হোসেন)
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ও
সদস্য-সচিব
উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।